বিপ্লবী
গণলাইন

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র

১-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০: ৬ষ্ঠ ই-সংস্করণ

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রের গণবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

করোনা অতিমারির অজুহাতে রাজনৈতিক লকডাউন জারি করে কেন্দ্রের আরএসএস-বিজেপি সরকার একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ করে চলেছে— শ্রম আইনে শ্রমিক

এপিডিআর এর প্রতিবাদ, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর

বিরোধী পরিবর্তন এনে শ্রমকোড লাগু করা, কৃষিতে কৃষক বিরোধী অধ্যাদেশ চালু করা, সিএএ-এনআরসি-এনপিআর বিরোধী আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা, রেল, খনি সহ লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলিকে বিক্রি করে দেওয়া, ইপিএফ-এর সুদের হার কমানো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র আন্দোলন গোড়া থেকে উপড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে পুলিশের প্রবেশ আইন সঙ্গত করা, গ্রুপ-এ,

গ্রুপ-বি কর্মীদের বাধ্যতামূলক অবসর সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা, পঞ্চাশ লক্ষাধিক অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনদের এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া, কর্পোরেট স্বার্থবাহী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন— এমন আরো নানাকিছু। লকডাউনের আগে থেকেই শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংকোচন আজ ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে। পেট্রল-ডিজেলের দাম, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। শহর-গ্রাম সর্বত্র বহু মানুষ আজ কর্মহীন।

মানুষের ক্ষোভ রূপ পাচ্ছে প্রতিবাদী আন্দোলনে। বিরোধিতার সম্ভাবনার শুরুতেই ফ্যাসিস্ট কায়দায় নামানো হচ্ছে দমন পীড়ন। এনআইএ-কে ব্যবহার করে একের পর এক বুদ্ধিজীবীকে ফাঁসানো হয়েছে নানান সাজানো মামলায়। যার সর্বশেষ সংযোজন কলকাতার বিজ্ঞানী, গবেষক পার্থসারথি রায়কে এনআইএ-র সমন জারি করা।

উল্টো ছবিও আছে। রাষ্ট্র ও মিডিয়া প্রচারিত করোনা-ভীতি তুচ্ছ করে, শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পথে নামছেন ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী মানুষ। গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন নাগরিকরাও নগ্ন ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। সব অংশের মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধেই কেবল রুখে দেওয়া সম্ভব রাষ্ট্রের এই ফ্যাসিস্ট অগ্রগমন।

❐ ভিতরের পাতায়

- ❐ বিজ্ঞানী পার্থসারথী রায়কে সাজানো এলগার পরিষদ (ভীমা কোরেগাঁও) মামলায় জড়ানোর তীব্র নিন্দায় সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চ ... ...পৃষ্ঠা-৩
- ❐ জিডিপি কমল ২৪ শতাংশ ... ... পৃষ্ঠা-৫
- ❐ "শ্রমিকের প্রাণের মূল্য আছে" ... ... পৃষ্ঠা-৭
- ❐ গরীবের নাভিশ্বাস করোনাকালে ... ... পৃষ্ঠা-৯
- ❐ করোনা-লকডাউন-বেকারত্ব ... ... পৃষ্ঠা-১১
- ❐ পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগাতার বাড়ছে কেন পৃষ্ঠা-১৪
- ❐ ভগ্নাংশের শিক্ষা ... ... পৃষ্ঠা-১৬
- ❐ করোনা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ... ...পৃষ্ঠা-১৮

বিজ্ঞানী অধ্যাপক পার্থসারথী রায়কে সাজানো এলগার পরিষদ (ভীমা কোরেগাঁও) মামলায় জড়ানোর

তীব্র নিন্দায় সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চ

সম্প্রতি ভীমা কোরেগাঁও তথা এলগার পরিষদ ষড়যন্ত্র মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমাজকর্মী, বিজ্ঞান গবেষক তথা অধ্যাপক পার্থসারথী রায়কে এন আই এ-এর পক্ষ থেকে তাদের মুম্বই দফতরে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছে।

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চের পক্ষে পূর্ণেন্দু শেখর মুখার্জী ও সুশান্ত ঝা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনিয়েছেন—

"এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি ঘটনা। এটা সর্বজনবিদিত যে এই তথাকথিত ভীমা কোরেগাঁও ষড়যন্ত্র মামলায় সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সমাজকর্মী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী মানুষকে জেলবন্দী করা

অধ্যাপক পার্থসারথী রায়কে এন আই এর সমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

হয়েছে। আটক হয়েছেন নানান বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন ভারভারা রাও, সুধা ভরদ্বাজ, আনন্দ তেলতুম্বে, সোমা সেন, গৌতম নওলখা সহ আরও অনেকে। ভারতে এক সার্বিক ফ্যাসিবাদী শাসন তথা এক নগ্ন হিন্দুবাদী উচ্চবর্ণের শাসন মজবুত করার

ষড়যন্ত্রে এন আই এ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এস এস-বি জে পি শাসকদের হাতে এক বহুব্যবহৃত হাতিয়ার। মোদি সরকার তার শাসনকাল জুড়ে এবং বিশেষ করে বর্তমানে করোনা আবহের সুযোগে দেশের আর্থিক মন্দা, জনবিরোধী কর্যকলাপ তথা মানুষের ন্যায্য জীবন, জীবিকা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে চাপা দিতে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের উদীয়মান

অধ্যাপক পার্থসারথী রায়কে এন আই এর সমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সংগ্রামকে ধ্বংস করতে প্রতিবাদী লোকজনের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। পার্থসারথী রায়ের ঘটনা তারই এক অংশ। পার্থসারথী রায় সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চের অন্যতম কর্মী। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চ পার্থসারথী রায়কে সাজানো এলগার পরিষদ (ভীমা কোরেগাঁও) মামলায় জড়ানোর তীব্র নিন্দা করছে ও এ ব্যাপারে এন আই এর সমন প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে। প্রতিবাদী ন্যায়কামী মানুষদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা, এলগার পরিষদ মামলা খারিজ করা এব্যাপারে আটক বন্দীসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তির দাবী জানাচ্ছে।”

জিডিপি কমল ২৪ শতাংশ

— নবীন কর্মকার

সম্প্রতি ভারতের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর যে তথ্য প্রকাশ করেছে (৩১/০৮/২০২০) তাতে দেখা যাচ্ছে এপ্রিল-জুন পর্বে ত্রৈমাসিক জিডিপি বা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২৩.৯% কমেছে। অর্থাৎ গত বছর ওই ৩ মাসে ভারতবাসীর যা গড় আয় ছিল এবছর ২৪% বা এক চতুর্থাংশ কম। গত চার দশকে জিডিপি এই প্রথম এত কমল। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য যেহেতু লকডাউনের জেরে কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ ছিল তাই এই আর্থিক সংকোচন। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা শুধু এপ্রিল-জুন নয় এরপরেও অর্থনীতির সংকোচন অব্যাহত থাকবে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের তথ্য আরও বলছে এই ৩ মাসে নতুন লগ্নি ৪৭% কমেছে। ১৯৪৭ এর পর এই প্রথম। তথ্যে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্র যেমন উৎপাদন

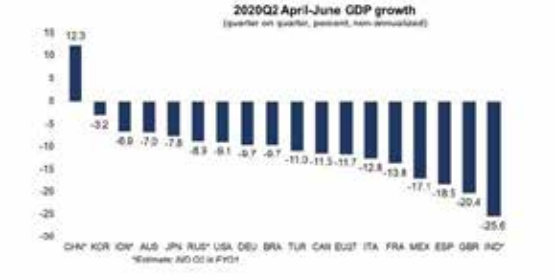

(ম্যানুফাকচারিং) শিল্পে ৪০% , নির্মাণ শিল্পে ৫০.৩%, হোটেল, পরিবহণ, যোগাযোগ ক্ষেত্রে ৪৫%, খাদান শিল্পে ২৩.৩% উৎপাদন কমেছে। আর্থিক মূল্যায়ন সংস্থা ICRA (ইক্রা) বলেছে জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এবং আগামী অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক পর্যন্ত জিডিপি সংকোচন অব্যাহত থাকবে। তাদের আশঙ্কা এটা ১০-১৫% হতে পারে। স্টেট ব্যাঙ্কের অনুমান এটা ১১% হতে পারে। কিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদেব মতে ছবিটা এর থেকেও খারাপ কারণ সরকারি পরিসংখ্যান থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছবিটা পুরোপুরি ধরা পড়ে না। লকডাউনের

জেরে অসংগঠিত ক্ষেত্রেই ধাক্কা লেগেছে সবচেয়ে বেশী। যার ফলে বিশাল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক সহ গরীব মানুষ রুটি রুজি হারিয়েছেন। CMIE, যে বেসরকারি সংস্থা ভারতীয় অর্থনীতি পর্যালোচনা করে, তাদের তথ্য অনুযায়ী লকডাউন ঘোষণার আগে মার্চ মাসে দেশে বেকারত্বের হার ছিল সর্বোচ্চ ৮.৭% । গত আগষ্ট মাসেও বেকারত্বের হার ছিল ৮% -র উপরে। সরকার যতই মহামারীর বাহানা দিক না কেন লকডাউনের আগে থেকেই দেশের অর্থনীতি বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছিল। গত অর্থবছর ২০১৯-২০ সালে জিডিপি ছিল মাত্র ৪.২% । ২০১৮-১৯ সালে যা ছিল ৬.১% এবং ২০১৭-১৮ সালে ৭.২% ।

এখন প্রশ্নে হচ্ছে লকডাউনের সময় দেশের অর্থনীতির হাল আরও খারাপ হলো কেন? আমেরিকা, ব্রাজিল, ইউরোপের দেশ ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি দেশে মহামারীর আঘাত বেশি থাকা সত্বেও তাদের গত এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক জিডিপি সংকোচন ভারতবর্ষ থেকে কম কেন? কারণ এই সমস্ত দেশগুলির সরকার লকডাউনের সময় দেশের কেউ যাতে কাজ না হারায় তার জন্য দরাজ হাতে খরচ করেছে। সরকার শুধু বড় ব্যবসায়ীদের নয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরও নগদ দিয়েছে শুধু এই শর্তে যাতে কোনও শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই না হয়। সাধারণ মানুষের একাউন্টে লক্ষাধিক নগদ দিয়েছে যাতে চাহিদায় ঘাটতি না পড়ে। লকডাউন শিথিল হতেই মানুষ দোকান বাজার থেকে জিনিস কিনেছে হাত খুলে। আর আমাদের দেশের সরকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তার ৮৫% বড় ব্যবসায়ীদের জন্য। কাজ হারানো মানুষের জন্য জুটেছে শুধু মাসে ৫ কেজি চাল, তাও সবার জন্য নয়। ব্যবসায়ীদের হাতে টাকা আর সস্তায় ঋণ দিয়ে কোনো লাভ হয় না যখন বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের কোনো চাহিদাই না থাকে। এজন্য অর্থনীতিবিদরা সাধারণ মানুষের হাতে নগদ টাকা দিয়ে চাহিদা বাড়ানোর জন্য সওয়াল করেছেন। চাহিদা নেই বলে দোকানপাট বন্ধ, কল কারখানা বন্ধ আর শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই অব্যাহত। প্রায় ১০০ কোটি ভারতবাসী দারিদ্র্যসীমায় অবস্থান করছেন। লকডাউনে বড় ব্যবসায়ী আদানি, আম্বানির মুনাফা বেড়েছে সরকারী দাক্ষিণ্যে আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দৈবের দুর্বিপাক, বলে দায় সেরেছেন।

“শ্রমিকের প্রাণের মূল্য আছে”

গত ৫ সেপ্টেম্বর ইফটুর ডাকে বাধ্যতামূলক অবসর সংক্রান্ত সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে, কর্মহীন মানুষদের প্রত্যেকের জন্য আগামী ৬ মাস মাসে ১০০০০ টাকা ভাতার দাবিতে, রেল সহ সরকারি ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণের দাবিতে, শ্রম আইনে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলি, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের ৪ টি শ্রম কোড প্রত্যাহারের দাবিতে, লকডাউন পর্বে পূর্ণ মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হলেন পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন অংশের শ্রমিকরা— ঘোষণা করলেন— Workers Lives Matter.

মোহন বিস্কুট ফ্যাক্টরি, হুগলি

ইন্ডিয়া জুট মিল, শ্রীরামপুর, হুগলি

ডালহৌসি জুট মিল, হুগলি

গরীবের নাভিশ্বাস করোনাকালে

— তপন রায়

কদিন ধরে বেড়েই চলেছে আলুর দাম। খোলা বাজারে চন্দ্রমুখী আলুর দাম ৪০ টাকা ছুঁয়েছে কিলো প্রতি। গত মার্চ মাসেও এটা ছিল কেজিতে ২০ টাকা।

এটি একটি উদাহরণ মাত্র। শুধু আলু নয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বেলাগাম ভাবে। এমনিতেই দেশের অর্থনীতির অবস্থা বেহাল। পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, ওষুধপত্র সহ জীবনধারণের পক্ষে দরকারী সমস্ত জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

আগুন লেগেছে তরকারির বাজারে। খোলা বাজারে আনাজ তরকারির দাম বোধকরি সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। বেড়ে গিয়েছে পোলট্রির ডিম এবং হাঁসের ডিমের দাম। বেগুন, পটল, লঙ্কা, পেঁপে প্রভৃতি যাবতীয় সবজির দিকে গরীবেরা তো বটেই, মধ্যবিত্তরাও হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। মাছ তো এখন কল্পনা রাজ্যের বাসিন্দা। বাঙালীর পাতে মাছভাত আজ অতি মূল্যবান বস্তু।

সর্বত্র আনাজের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কলকাতা শহর এবং লাগোয়া শহরতলীর বাজারগুলিতে এই বৃদ্ধি ভীষণভাবে উর্দ্ধমুখী, ব্যবসায়ীদের মতে তরকারির যোগান ভীষণই কম, তার ওপর বাজারগুলো বিশেষভাবে শহরতলীর বাজারগুলো ফড়েরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এবারে অতি বর্ষণের ফলে কৃষকেরা তাড়াতাড়ি সবজি ফড়েদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর উপরে রয়েছে পরিবহণের সমস্যা, এর সমস্তকিছুরই ফায়দা লুটছে ফড়েরা, সুযোগের সদ্ব্যবহারে নেপোয় মারে দই-এর রমরমা, আর কোপটা গিয়ে পড়েছে খুচরো বিক্রেতা এবং সাধারণ ক্রেতাদের উপরে।

অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একটা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স করা হয়েছে বটে কিন্তু সেটা খায় না মাথায় দেয় সেটা বোঝা দুরূহ, মাঝে মাঝে এরা এ বাজার

ও বাজার ঘুরে ছোট ছোট বিক্রেতাদের উপর হম্বিতম্বি করেন বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

মহাজন থেকে ফড়ে সবাইকে আবার কাটমানি দিতে হয়। করোনাকালে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ক্ষমতাশীল দলের দুর্নীতি। রেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবেতেই দুর্নীতি। নিয়ন্ত্রণের অভাবে, সদিচ্ছার অভাবে আমাদের বাজারও আজ ফড়েদের দাপটে। অতিবৃষ্টির কারণে এবং খামখেয়ালী লকডাউনের ফলে পরিবহণজনিত সমস্যায় আগামী মাসে সবজির জোগান আরো কমবে। অন্য রাজ্য থেকে যে সবজিগুলো আসে— ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি, ফুলকপির মত সবজি এ রাজ্যে কম আমদানি হবে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ নেবে এ রাজ্যের অসাধু ব্যবসায়ীরা। সাধারণত শীতকালে সবজির দাম কিছুটা হলেও কমে কিন্তু এবার তার কোনরকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকারও দাম নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, প্রকৃতপক্ষে সরকারের সেরকম কোন উদ্যোগই নেই। ফলে গরীবের কাছে খাদ্যদ্রব্যগুলি ক্রমশ অধরা হয়ে উঠছে।

"শ্রমিকের প্রাণের মূল্য আছে" — ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

তেলেঙ্গানা

বিজয়ওয়াড়া

করোনা-লকডাউন-বেকারত্ব

— শ্যাম রায়

মানুষের খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা কমছে। এমনিতেই দেশের উনিশ কোটি মানুষ খালি পেটে ঘুমাতে যান। এটি দেশের সাধারণ অবস্থার চিত্র। করোনা মহামারী ও তজ্জনীত লকডাউনের কারণে কর্মহীনতা বেড়েছে; মানুষের আয় ক্ষমতা কমে তলানিতে পৌঁছেছে। ফলত আমফান ও ধারাবাহিক লকডাউন পরবর্তী সময়ে ছবিটা আরও করুণ হয়েছে। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে সমাজের নীচের তলার মানুষ তাদের দৈনন্দিন মিলের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ যে মানুষগুলি দিনে চার বার খাবার খেতেন তারা এখন দিনে তিনবার বা দুবার খেতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে মূল খাদ্যের সাথে প্রয়োজনীয় তরিতরকারী বা পদের সংখ্যা কমিয়েছেন প্রায় ৬৮% মানুষ। যদি কোনো মানুষ আগে ভাত বা রুটির সাথে দুই বা তিন পদ খেতেন সেটি এখন এক বা দুইয়ে দাঁড়িয়েছে। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে মানুষ যে পরিমাণ অর্থ আগে নিজের ও পরিবারের জন্য খাদ্য সামগ্রী কেনার জন্য ব্যয় করতেন লকডাউন পরবর্তী সময়ে আর সেই পরিমাণ ব্যয় করতে পারছেন না। বেশ কিছু মানুষ কম পয়সায় রেশন থেকে চাল গম পেলেও ভাত বা রুটি খেতে যে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রয়োজন হয় তা আর কিনে উঠতে পারছেন না। বাজারে শাকসব্জী, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। আমাদের পশ্চিম বাংলায় বেকারত্বের হার ছিলো লকডাউনের আগে ৬.৯ শতাংশ আর লকডাউন পরবর্তী সময়ে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৭.৪ শতাংশ। রাজ্যে ১০% বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। মুম্বাই স্থিত একটি সংস্থা (CMIE) তাদের সার্ভে রিপোর্টে জানাচ্ছে প্রায় সব গ্রামের থেকে শরাঞ্চলে বেকারত্বের হার অনেকটাই বেশী। যেহেতু শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ মূলত কলকারখানা ও অফিসে

কাজের সাথে যুক্ত। লকডাউনের ফলে এই বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে; কাজ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছোট উদ্যোগগুলির। বাজারে চাহিদা না থাকার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলি বন্ধ হয়েছে। অন্যদিকে বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে কাজের সুয়োগ কমেছে। গ্রাম থেকে যেসব মানুষ শহরে ছোটখাটো দোকান, বিপনি, হোটেলে কাজে আসতেন তারা কাজ হারিয়েছেন সবথেকে বেশী। কারণ বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগগুলি বন্ধ হওয়ায় বা বেশীরভাগ সময়ে বন্ধ থাকায় দোকান বা হোটেল গুলি খুলতে ক্ষুদ্র পুঁজির মালিক আর আগ্রহী হচ্ছেন না। যারা গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে কাজে আসেন তারা যানবাহনের অভাবে কাজে আসতে পারছেন না। এই অসুবিধা শহরে কর্মস্থল থেকে একটু দূরে বসবাসকারী মানুষজনও ভোগ করছেন।

১০০ দিনের কাজের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এলেন গ্রামীন বাংলাতে তাদের কর্মসংস্থানের কোনো উপায় করা যায় নি। এখন তারা বেকার। কোভিড-১৯ নিয়ে যে পরিমাণ আতঙ্কিত করা হয়েছে মিডিয়ার ও সরকারের দ্বারা তার ফলে পুরানো জায়গায় অনেকেই ফিরে যেতে চাইছেন না। যেতে চাইলেও রেলপথ, যানবাহন পুরোপুরি চালু না হওয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আনলক-৪ চালু হলেও সাপ্তাহিক, মাসিক 'লকডাউন' চালু থাকার ফলে কর্মদিবস নষ্ট হবার ভয়ে অনেকেই যেতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন। অথচ রাজ্যে কাজ নেই। তেমন কোনো সরকারি পরিকল্পনাও দেখা যাচ্ছে না।

কোনো কোনো কারখানা ৫০% শ্রমিক দিয়ে কাজ চালু রেখেছে। বাকি ৫০% মানুষ বেকার থাকছেন নতুবা সকলে অর্ধেক উপার্জন করছেন। তারপর আছে সাপ্তাহিক 'লকডাউন'।

TOI জানাচ্ছে পশ্চিমবাংলাতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ১০.৫ লক্ষ মানুষ নিজের রাজ্যে ফিরে এসেছে। ফলে সার্বিকভাবে দেশের অন্য রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

পশ্চিমবাংলাতেও বেকারত্বের করাল গ্রাস থাবা বসিয়েছে যা কোনো ভাবেই আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। তাই করোনা সংক্রমণ মানুষকে কেবল একটি নতুন রোগেই আক্রান্ত করেনি; পাশাপাশি করোনা আটকানোর নাম করে রাষ্ট্রের 'লকডাউনের' সিদ্ধান্ত মানুষকে আরও বেশী বেশী করে বেকারত্বের দিকে,অভাবের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

এ থেকে এখনই মুক্ত হওয়ার পথ খুঁজতে না পারলে সমূহ বিপদ।

"শ্রমিকের প্রাণের মূল্য আছে" — ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

দিল্লী

গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

নয়াশহর, পাঞ্জাব

পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগাতার বাড়ছে কেন?

—নবীন কর্মকার

তেলের দাম কেন বাড়ছে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে বুঝে নেওয়া যাক আরও একটি বিষয়। এ দেশে পেট্রোল-ডিজেলের মতো পেট্রোপণ্যের দাম নির্ভর করে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর। কারণ, তার সিংহভাগই আমদানি হয় বিদেশ থেকে। দেশে তা পরিশোধন করে ভারতীয় সংস্থাগুলি। এর পর পেট্রোপণ্য বিক্রি করা হয়। সে কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমা-বাড়ার প্রভাব পড়ে দেশীয় বাজারেও। ভারত তার প্রয়োজনের ৮০ শতাংশ তেল আমদানি করে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিও পেট্রোপণ্যে আমদানি-নির্ভর।

কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর পেট্রোল ডিজেলের দাম (ভারতীয় মুদ্রায়) অনেক কম আমাদের দেশের তুলনায়। আসুন দেখে নিই কোন দেশে কত দাম।

দেশ	পেট্রোল	ডিজেল
পাকিস্তান	৩৬.৯১	৩৬.৫১
নেপাল	৬০.০০	৫৩.১৫
শ্রীলঙ্কা	৫৫.৫৯	৪২.২৭
বাংলাদেশ	৭৮.৪১	৭১.২১
চীন	৬৩.১২	৫৪.২৪
ভারত*	৮১.৮২	৭৫.৩৪

*কলকাতা, গত তিন সপ্তাহ আগের হিসাব

আন্তর্জাতিক বাজারে এখন অপরিশোধিত তেলের দাম খুবই কম। বিগত ৩ সপ্তাহে এক ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের সর্বোচ্চ দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৩১৯৯ টাকা (৪২.২৯ ডলার) হয়েছিল। এক ব্যারেল মানে ১৫৮.৯৮ লিটার। অর্থাৎ ১ লিটার অপরিশোধিত তেলের সর্বোচ্চ দাম বিগত তিন সপ্তাহে হয়েছিল মাত্র ২০.১২ টাকা। এক লিটার

অপরিশোধিত তেল থেকে কার্যত ২০.১২ টাকার বেশি মূল্যের পেট্রোল/ডিজেল এবং উপজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পেট্রোল বা ডিজেল পরিশোধনের পর যেটা পড়ে থাকে তার মূল্য পেট্রোল-ডিজেলের চেয়ে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী। সেগুলো দিয়ে অন্যান্য অনেক মূল্যবান উপজাত সামগ্রী তৈরী হয়। পেট্রোল ডিজেলের এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির কারণ মূলত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো বিপুল করের বোঝা।

১ লিটার পেট্রোল/ ডিজেলের মূল্যের মধ্যে কীসে কত খরচ হয়?

লিটার পিছু	পেট্রোল	ডিজেল
অপরিশোধিত তেলের দাম	২০.১২	২০.১২
পরিশোধন ও পরিবহণ খরচ	৪.৫০	৫.৯২
কেন্দ্রের কর	৩৪.৫৬	২৯.৩৮
রাজ্যের কর	১৯.০৪	১৭.৩

৮১.৮২ টাকা/লিটার পেট্রোলে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকার মিলে ৫৩.৬০ টাকা কর নেয়। ১ লিটার ডিজেলের ক্ষেত্রে কর ৪৬.৭৭ টাকা। পেট্রোপণ্যে উচ্চহারের কর চাপানোর প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যে উভয় সরকারই অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে।

কর	**২০১৪**	**২০২০**
পেট্রোল	নভেম্বর	জুন
কেন্দ্র	৯.২০ টাকা	৩৪.৫৬ টাকা
রাজ্য	২০%	৩০%
কর	**২০১৪**	**২০২০**
ডিজেল	নভেম্বর	জুন
কেন্দ্র	৩.৪৬ টাকা	২৯.৩৮ টাকা
রাজ্য	১২.৫%	৩০%

এভাবেই আপনার আমার পকেট কাটছে কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকার। আসুন প্রতিবাদে সামিল হই।

ভগ্নাংশের শিক্ষা

—শত্রুঘ্ন বাল্মিকী

কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বতন 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' বর্তমানে সমগ্র শিক্ষা অভিযান নামে দেশজুড়ে চালু রয়েছে। ইদানীং করোনা অতিমারীর সময়ে সরকারি হাবভাব ও উদ্যোগের

সকলের জন্য অনলাইন শিক্ষার সুযোগের দাবিতে পাঞ্জাবে প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সফল আন্দোলন

ঘটাপটা দেখে মনে হচ্ছে অচিরেই এই 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' টিকে 'ভগ্নাংশ শিক্ষা অভিযান' নামে ডাকতে না হয়, সৌজন্যে সরকারের অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনা চালানোর ব্যাকুল চেষ্টা।

একথা অনস্বীকার্য, করোনাকালে স্কুল কলেজের লেখাপড়া চূড়ান্ত সংকটে। এই সংকটের মোকাবিলায় সরকারের অস্ত্র হয়ে উঠল অনলাইন ক্লাস। এই পথে দেশজুড়ে পড়াশোনা চলছে নয় নয় করে প্রায় মাস ছয়েক। সুতরাং পড়াশেনার এই ডিজিটাইজেশন স্বরূপও ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্ট। যেমন, লকডাউন পর্বেই সরকারি উপদেষ্টা সংস্থা 'ইতিহাস' ও বণিকসভা সিআইআই এর একটি যৌথ সমীক্ষা বলছে এই সময়কালে ভারতে অনলাইন মাধ্যমে পড়াশেনার বৃদ্ধি ঘটেছে ১৪০০% , সারা পৃথিবীর গড়ের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু সত্যিই এতে আপ্লুত হওয়ার কিছু আছে, না কি এই হার বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, যতই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ঢাক পেটানো হোকনা কেন, এখনও আসল ভারতবর্ষ ঐ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বাইরেই পড়ে রয়েছে, তাই সংকটকালে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে অফলাইন ছেড়ে

অনলাইনের পথে প্রথম বার চলতে হল; আর সেই কারণেই এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি?

যাইহোক, পাশাপাশি কিন্তু নানা সমীক্ষায় এ তথ্যও প্রকাশিত যে, অনলাইন পড়াশোনার এমন চমকপ্রদ বাড়বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের মাত্র ১৪% শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। আর এখানেই তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইডের প্রশ্নটি। পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিস্কার এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝখানে একটা স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে, যার একদিকে এই সুবিধা প্রাপ্ত ১৪% আর অন্যদিকে বঞ্চিত ৮৬% । অথচ, এই পথেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে টেনে নিয়ে চলার জন্য সরকারের যে উদ্যম জাতীয় শিক্ষানীতিতেও প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে এই আশঙ্কা অমূলক নয় যে ভবিষ্যতে এদেশে শিক্ষাও আর সমগ্রের জন্য না থেকে ভগ্নাংশের জন্যই হয়ে উঠতে চলেছে।

আমাদের রাজ্যে ছবিটা কিছু উজ্জ্বল। এখানে প্রায় ২৮% শিক্ষার্থী অনলাইনে পড়াশোনা করছে। তবে তা-ও তো এক চতুর্থাংশের কিছু বেশি বই নয়। কলকাতা বা অন্যান্য শহরাঞ্চলে যদি এই হার প্রায় ৪০% হয়, শহরতলীর ক্ষেত্রে তা নেমে দাঁড়ায় ৩০% এর আশেপাশে আর গ্রামে ২০% এরও নিচে।

উপযুক্ত ফোন না থাকা, নেটওয়ার্কের অভাব, দারিদ্র্যের কারণে ফোন রিচার্জ করার অক্ষমতা— এইসব নানাবিধ সমস্যায় জেরবার শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক। পড়া বোঝা বা বোঝানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে অনতিক্রম্য ব্যবধান যা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদানে থাকে না, তার কথা তো ছেড়েই দিলাম। প্রধান দুশ্চিন্তা তাদেরকে নিয়েই যারা কোনোভাবেই এই অনলাইন মাধ্যমে পড়াশোনায় যুক্ত হতে পারছে না। এতে লেখাপড়া তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, পাশাপাশি বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা, ভয়াবহ রকমে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা, এমনকী ঘটছে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনাও। সবমিলিয়ে এই ডিজিটাল ডিভাইড আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এমন এক নতুন সংকটের মুখে যার ফলাফল হতে চলেছে সুদূরপ্রসারী ও ভয়াবহ।

করোনা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

— ডা. অমিত রায়

করোনা অতিমারীর আক্রমণে আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন পর্যুদস্ত। পত্রপত্রিকায় এ রোগের প্রকৃতি, সংক্রমণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা-র নানান দিক নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। পরস্পর বিরোধী নানা মত ঠাঁই করেছে প্রবন্ধমালায়, দূরদর্শনের পর্দায়। বর্তমান আলোচনায় আমরা সংক্ষেপে বুঝে নিতে চাইব এই আগন্তুক সংক্রামক অসুখটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আরো কতগুলো বিষয় যা আমাদের জীবনযাপনকে ওলটপালট করে দিয়েছে।

একটু অন্য বিষয় নিয়ে শুরু করা যাক। ২০০৯ সালে শুরু হয় 'Predict Project' । এই প্রকল্প সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে। কী করা হচ্ছিল এই প্রকল্পে? এই গবেষণায় ১৬০টি করোনা ভাইরাস সহ ১২০০-র বেশী ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল যারা লক্ষকোটি বছরের চেনা আশ্রয় হারিয়ে মানবদেহের আনাচে কানাচে আশ্রয় খুঁজছে। জল, জঙ্গল, জমি-র প্রতিটি আনাচে কানাচে মুনাফাশিকারীর দল ছড়িয়ে পড়েছে। আমাজন রেইন ফরেস্টের প্রায় ২৫ শতাংশ চক্রান্ত করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে উত্তর মেরুর বরফ গলেছে। লক্ষকোটি বছর ধরে বিশ্বপ্রকৃতির অন্দরে আশ্রয় নেওয়া ভাইরাসের দল তাই উচ্ছেদ হয়ে নতুন ঠাঁই খুঁজছে মানুষের শরীরে। কোভিড-১৯ অতিমারীর ভাইরাসের জন্ম কোনো পরীক্ষাগারে নয়— এই কথা নেচার পত্রিকার প্রবন্ধে এক ঝাঁক বিজ্ঞানী জানিয়েছেন। বলেছেন এটা প্রকৃতি থেকে মিউটেশনের ফলে জাত। যেটা অনুচ্চারিত রয়ে গেছে তা হল উপরের কথাগুলো। 'Predict Project' যার সন্ধান দিচ্ছিল।

এতো গেল করোনা অতিমারীর উৎসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্কের কথাবার্তা। বিশ্বজুড়ে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আর মৃত্যু মিছিল আমাদের

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুসজ্জিত পোশাক আশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে উলঙ্গ করে দিয়েছে। চিকিৎসা জগতে মান্য পত্রিকা 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন' (NEJM) কিংবা ল্যান্সেট যাদের কথা প্রায়শই আজকাল খবরের কাগজে বলা হচ্ছে তারা বলতে বাধ্য হচ্ছে এতদিন ধরে তাপ্পি মেরে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালিয়ে আসা হয়েছে তা দূর করতে সমন্বয়যুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে। এ কর্তব্য তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সমস্ত দেশগুলো সম্পর্কে বলেছেন। CNN সংবাদ সংস্থা বলেছে এই অতিমারীর ফলে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১ কোটির বেশী মানুষ নতুন করে গরীব হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফলাফল আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বেডের জন্য হাহাকার, করোনা রোগী ও তার পরিবারের অসহায় অবস্থা আমাদের দৈনন্দিন খবরের মধ্যে আসছে।

গত তিনদশক ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যীকরণের ফলে ইউরোপ আমেরিকা সহ তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষ তার খেসারত দিতে বাধ্য হয়েছে। ইতালির মত উন্নত দেশে ঐ তিন দশকে জনসংখ্যা পিছু রোগীর শয্যা কমেছে। সংকটজনক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা কমেছে। ইতালিতে করোনা অতিমারীর এই মৃত্যু মিছিল, বেহাল অবস্থা ঐ নীতির পরিণাম।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের জনস্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক ও তার টানাপোড়েন নিয়ে কিছু ধারণা থাকা জরুরী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় সংস্কার সে দেশের কলেরা টাইফয়েডসহ সাধারণ জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিল। অর্থাৎ ব্যক্তির রোগ চিকিৎসা সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে। বাসস্থান, নিকাশি ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এরকম নানান গণসমস্যার সমাধান ব্যক্তির রোগ চিকিৎসায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। গত কয়েকদশক ধরে জনস্বাস্থ্য ও সর্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা দুর্বল

হওয়ার খেসারত তাই ভারত সহ বিশ্ববাসীকে দিতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডে National Health Science তৈরি হয়। সেই NHS এর বিলি করা একটি ইস্তেহারে বলা হয়— এই ব্যবস্থায় সমস্ত নাগরিক, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে চিকিৎসা দেওয়া হবে। এরজন্য কোনো দাম লাগবে না। বলা হল এটা দাতব্য কোনো বিষয় নয়। জনগণের করের টাকায় তাদের অসুখের মত সঙ্কটকালে তাদের এই পরিষেবা দেওয়া হবে। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের নাগরিকদের এই সেবা দিয়ে এসেছে। গত কয়েক দশক ধরে এই নীতি দুর্বল হয়ে এসেছে। NHS এর স্বাস্থ্য খাতে এই নীতিকে বদলাতে চাপ দিচ্ছে সে দেশের শিল্পপতির দল। জনস্বাস্থ্যের এই ইতিবাচক দিককে আক্রমণ করে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ কেনেথ অ্যারো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জার্নালে স্বাস্থ্য নয় চিকিৎসা পরিষেবার কথা ভাবতে বলেন। এর পর তিনি চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে চিকিৎসা বীমার কথা বলে তার বাজার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

লক্ষ্য করুন, সংস্থাটির নাম 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' আর তার জার্নালে ছাপা হচ্ছে 'স্বাস্থ্য' নয় চিকিৎসা পরিষেবার জয়গান।

কেন? কারণ স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিকভাবে ভালো থাকা। এটাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা। সুতরাং অন্ন, বস্ত্র, কর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়া স্বাস্থ্য সম্ভব নয়। আর চিকিৎসা মানে রোগ সারানো, অর্থাৎ পরীক্ষা, ওষুধ ইত্যাদি। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের প্রতিদিনকার রোগ চিকিৎসায় সবথেকে বেশি টাকা খরচ হয় যা বীমা কোম্পানি দেয় না। কেবল হাসপাতালে ভর্তি হলে তারা পয়সা দেয়। তার মানে নাগরিকের চিকিৎসার সিংহভাগ বীমাকোম্পানী বহন করবে না। নাগরিকের পকেট থেকে তা খরচ হবে। সরকার যদি দায় না নেয়, নাগরিকের আয় যখন কমেছে, বেকারী যখন বাড়ছে তখন নিরন্ন কর্মহীনের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কেমন হবে? যেমনটা এখন আপনারা দেখছেন কিংবা আরো খারাপ!

শেষের কথা—

সমস্ত ঝড় একদিন থেমে যায়। স্প্যানিস ফ্লু আজ থেকে একশ বছর আগে অতিমারীর আকার নিয়ে প্রায় দু'বছর চলেছিল। করোনা অতিমারী কতদিন চলবে জানি না তবে প্রাকৃতিক নিয়মে অতিমারীর মারণ জীবানুর সংক্রমণ ও মারণ ক্ষমতা একটা সময়ের পর কমে আসে। সেই সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণার ফলাফল তো এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের বাড়তি হাতিয়ার।

এই প্রেক্ষাপটে করোনা পরবর্তী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আমরা নতুন করে ভাবতে পারি না? চিকিৎসাকে মুক্ত বাজারের আওতায় রেখে গত কয়েক দশক ধরে যা চলছে তার ভয়ঙ্কর ফলাফল ইউরোপ আমেরিকা সহ আমাদের দেশ দেখল এক বিশাল সংখ্যক চিকিৎসাহীন মানুষের মৃত্যুমিছিলে। 'সুসংহত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার' ধারণাকে 'বাছাই করা প্রাথমিক পরিষেবা'-র ধারণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার ফলে পৃথিবীজুড়ে বিশাল সংখ্যক মানুষ অপুষ্টি, টিবি, ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া, এরকম অসুখের শিকার। এসব রোগে প্রতিবছর মৃতের সংখ্যা করোনায় মৃত্যুর প্রায় শতগুণ বেশি। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে করোনার মত অসুখ।

এই সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ কি আছে? নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে— "আমেরিকা থেকে আগত একজন পর্যটকের কাছে কিউবা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো..... কিউবার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়।"

সমগ্র ব্যবস্থা সুশৃংঙ্খলভাবে সংগঠিত এবং প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধের উপরে। যদিও কিউবার অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিতান্ত সীমিত, এর স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা এমন কিছু সমস্যার সমাধান করেছে যা আমাদের ব্যবস্থা করে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির GDP দিয়ে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হয় না। স্বাস্থ্যের প্রশ্নটিকে কেবল রোগ চিকিৎসা ও বাজারের অদৃশ্য হাতের কাছে ছেড়ে না দিয়ে যদি কোভিড পরবর্তী বিশ্ব স্বাস্থ্যকে নাগরিক অধিকার এবং প্রকৃতি ও

পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস ভাবে চলার অধীনে বিবেচনা করে তাহলে এ পৃথিবীটা সকলের জন্য অনেক বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হোন

"শ্রমিকের প্রাণের মূল্য আছে" — ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র বিপ্লবী গণলাইন-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে কমরেড আশিস দাশগুপ্ত কর্তৃক ১০২,এস এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। দূরভাষ-২২৬৪-০১৩৫, ডিক্লা নং-৯৫/৯৫, email- biplabiganaline@gmail.com